রশীদ জামীল

কাচের দেয়াল

কাচের দেয়াল

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২০

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 7, UK £ 5

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

১৭-১৮, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, বইবাজার, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Kancher Deyale
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

আমার প্রথম বই প্রকাশের পর আমার আব্বা বইটি হাতে নিয়ে ঘুরতেন। বন্ধু-বান্ধবদের কিছু অংশ পড়ে শুনিয়ে বলতেন, 'কথাগুলো অনেক সুন্দর না? আমার ছেলের লেখা'।

আব্বা চলে যাওয়ার পর আমার বই নিয়ে এতটা উচ্ছ্বাস আর কাউকে দেখাতে দেখিনি। *আহাফি* প্রকাশিত হওয়ার পর একজনকে পেলাম—আমেরিকার নিউজার্সিতে থাকেন। দেশ-বিদেশে যেখানেই যান, স্যুটকেসে আমার বই থাকে। দুই বছর আগে লন্ডন সফরে গিয়েছিলেন। ওখানে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের জন্য গিফট ছিল আমার বই। গেল বছর উমরা করতে গেলেন সৌদিআরব। তাঁর বন্ধুদের জন্য উপহার হিশেবে নিয়ে গেলেন আমার বই। কয়েকশ কপি *আহাফি*, *মমাতি* পয়সা দিয়ে কিনে মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণ করলেন।

অনেক ব্যস্ত একজন মানুষ, তবু কিছুদিন পরপর দেখা করতে চলে আসেন। আল্লাহর নাম সংবলিত মক্কার লোগো, মদিনার আতর, কখনো হাকিমপুরি—হাতে কিছু না কিছু থাকেই। তবে এ যাবত আমাকে দেওয়া তাঁর সবচেয়ে বড় উপহার ছিল একটি ফোনকল। মদিনাতুল মুনাওয়ারায় নবিজির রওজার পাশে বসে ফোন দিয়ে বলেছিলেন, 'ভাই, এইমাত্র আপনার নাম ধরে আপনার সালাম পৌঁছে দিলাম।

মাসুক ভাই

প্রিয় মাসুক আহমদ

আপনার ভালোবাসার বদলা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। অবশ্য থাকলেও দিতাম না। কিছু মানুষের কাছে ঋণী থাকতে খারাপ লাগে না।

কালান্তর প্রকাশিত লেখকের আরও কিছু বই

- ❖ হুমুপ্লাজিনা
- ❖ যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো
- ❖ বিরাট ওয়াজ-মাহফিল
- ❖ বিশ্বাসের বহুবচন
- ❖ জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান
- ❖ আহাফি
- ❖ মমাতি
- ❖ পাগলের মাথা খারাপ
- ❖ সুখের মতো কান্না
- ❖ একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা
- ❖ কাচের দেয়াল
- ❖ সেদিনও বসন্ত ছিল
- ❖ ওয়াসিলা
- ❖ পৃথিবীর মেরামত

ভূমিকা

লেখাগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে লেখা। কিছু লেখা অনলাইনে প্রকাশিত। বিশেষত ফেসবুকে অ্যাকটিভ বন্ধুদের কাছে অনেকগুলো লেখার মূল বক্তব্য পঠিত মনে হতে পারে। মলাটবন্দি করার আগে লেখাগুলোর মৌলিকত্ব ঠিক রেখে যথেষ্ট আপডেট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সামনে নিয়ে বইয়ের অধিকাংশ লেখা। সবলের অত্যাচার, দুর্বলের আহাজারি, অবিচারের আফসোস আর বিচারের কান্না নিয়েই ছিল বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো। মনে হলো লেখাগুলোর উপযোগ আছে এখনো।

পাঠক যেন সময়টি ধারণ করে লেখা কথা আর ব্যথাগুলো অনুভব করেন। কৃতজ্ঞতা কালান্তরের প্রতি। ভালো থাকুক আমার প্রিয় বাংলাদেশ; আর তার ১৭ কোটি সন্তান। ভালো থাকুক ৭০০ কোটি মানুষ।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, আগস্ট ৭, ২০২০

সূচিপত্র

পুরোটাই কলিজা	১১
ধর্ষণই যখন রাষ্ট্রের দর্শন	১৬
রক্ত রাঙা পাপ	১৯
ভারতপ্রীতি অথবা ভারতবিদ্বেষ : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী	২২
একাত্তরের কান্না	২৭
লেন্দুপ দর্জির দৌলতখানা	৩০
চেইন অব ডিমান্ড	৩৫
জিরো টলারেন্স	৩৮
খুন এবং নুন	৪৩
আংকেল, লাইসেন্স প্লিজ...	৪৯
মাইর হবে, সাউন্ড হবে না	৫৪
অজ্ঞতা পাপ নয় : বিজ্ঞের ভাব ধরা পাপ	৫৯
পাপ যখন বালেগ হয়	৬৪
অ্যা ব্রোকেন ড্রিম, বিকজ : ট্রুথ ইজ নো ডিফেন্স	৭০
ইন গড উই ট্রাস্ট	৭৪
সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম নেই	৮০
হুজাইফা সিদ্দিকি : দ্যা বেস্ট ভয়েস হাফিজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড	৮৩
দশকের ধারাপাত	৮৯

একটি আঠারো মাইনাস গদ্য ৯২
বিহানের অ্যাডিকশন ৯৭
চাচাজির ব্রেইন রিপ্লেসমেন্ট ১০২
মগজের কাগজ ১০৮
মহামান্য রাষ্ট্রপতি : গোপাল ভাড় আপনার এত প্রিয় কেন ১১৫
ঘর পালানোর গল্প ১২২
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ : উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা আর হতাশার ইঙ্গিত ১৩২
রাজনীতির আগামী : আগামীর রাজনীতিবিদ ১৪৯

পুরোটাই কলিজা

অনেকেই বলেন বাংলাদেশ একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। কথাটি তারা যে অ্যাঙ্গেল থেকে বলেন, ঠিক একই অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশ মোটেও কোনো ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে না। অনেক আগেই সেই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে ফেলেছে। দেশে কোনো ক্রান্তিকারীও নেই এখন। ক্রান্তি থাকলে না ক্রান্তিকারী থাকবে।

একজন মানুষ যখন খুব অসুস্থ হয়, আমরা বলি, লোকটি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছে। আমরা বলি, লোকটির জীবন সংকটাপন্ন। যখন মারা যায় তখন আর কেউ বলে না, লোকটির জীবন সংকটাপন্ন। কারণ, সে সব সংকট জয় করে ফেলেছে। কেউ বলে না, লোকটি কঠিন অবস্থায় আছে। কারণ, সে উতরে গেছে।

দেশ সত্যি সত্যি সংকটে ছিল, যখন দেশ চলছিল দেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত শাসকের নির্দেশে; স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায়। তখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল। কীভাবে কী হচ্ছে, সেটার সারমর্ম উদ্ধারে বাঙালি জাতির লেগে গেল কয়েক বছর। মানুষ তখনো ঘুমে। ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। এরপর আর তেমন কিছু করার থাকে না।

সরকার দেশ চালাচ্ছে ড্রাইভিং সিটে বসেই। কাজটি করতে যেয়ে খুব একটা বেগও পেতে হচ্ছে না। জাস্ট জিপিএস ফলো করা হচ্ছে। নেভিগেশন বলে দিচ্ছে কোনদিকে যেতে হবে। কার পর কে, অথবা কী'র পর কেমন। সুতরাং দেশ মোটেও সংকটে নেই। দেশ চলছে যেভাবে চলার কথা। আপনার ঘাড়ের উপর যদি দুটি মাথা থেকে না থাকে, তাহলে আপনার উচিত এ কথার সঙ্গে একমত হওয়া।

দুই.

একটু আগে বলেছিলাম দেশে কোনো ক্রান্তিকারীও নেই। কথাটি পুরোপুরি ঠিক না। একজন আছে। যদিও তার ক্ষমতা নেই। ধনবল নেই, জনবল নেই। খুব ভালো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও নেই। টেলিভিশনের ক্যামেরাগুলোও তাকে কভার করে না—শাহবাগের মতো। রাজনৈতিক দলগুলোও তাকে সাপোর্ট করে না—বাচ্চাদের সড়ক অবরোধ করে রাষ্ট্র মেরামতের আন্দোলনের মতো। তবু সে দাঁড়িয়ে আছে। মোবাইল ফোনে বিবৃতি দিচ্ছে। ফেসবুকে প্রচার করছে। মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে। মলম-পট্টি করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার কথা বলছে। আবার মার খেয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবারও... এভাবেই চলছে তার একক আন্দোলন। আশা করি কারও বুঝতে বাকি নেই কার কথা বলছি! ঠিকই ধরেছেন। ছেলেটির নাম নুর। ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর।

কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। বড় কোনো দলের লেজও নয়। এমনও নয় যে, খুব পয়সাওয়ালা বাবার সন্তান। চেহারা-সুরতও 'চোখ ফেরানো যায় না'-টাইপ না। কিন্তু তার একটি কলিজা আছে। অনেকেই বলেন ছেলেটির নাকি পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই কলিজা। কথাটি সত্যি হতে পারে।

যেখানে দীর্ঘদিন ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট খেয়ে শরীরে তেল বানানো ছাত্রদলের মতো বিশাল একটি ছাত্রসংগঠন একটি মিছিল করার সাহস রাখে না, যেখানে ছাত্রশিবিরের মতো একটি সংগঠিত ছাত্রসংগঠন দাঁড়াতেই পারে না, সেখানে—সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিপি নুর শুধু দাঁড়ায়ইনি, সরকারকে রীতিমতো দৌড়ের উপর রেখেছে। ভাবা যায়?

এর আগে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যে কয়েকটি ছেলে অধিকারের দাবিতে রাস্তায় শুয়ে থেকেছিল, নুরের সেখান থেকে উঠে আসা। এই অর্থে কেউ যদি তাকে রাস্তা থেকে উঠে আসা বলতে চান, বলতে পারেন। যারা রাস্তা থেকে উঠে আসে, তাদের শরীরে ধুলোমাটি লেগে থাকে। নুর ছেলেটির শার্টের কলারে খুঁজলে রাস্তার মাটি পাওয়া যাবে—দেশের মাটি। এ জন্যই হয়ে থাকতে পারে, দেশের জন্য এখন শুধু সে-ই কাঁদছে।

তিন.

নুরের সহপাঠীরা, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাকে দিনের বেলা ভোট দিয়ে ডাকসুর নেতা বানিয়েছে। আজকাল ভোট শব্দটির আগে 'দিনের বেলা' জুড়ে দিতে হয়। তাহলে কেমন সময় পার করছি আমরা?

গণতান্ত্রিক দেশে ভোট নিয়ে জালিয়াতি হয়ে থাকে। বিভিন্ন অনিয়ম ও দুই নম্বরিও হয়। আগের অবস্থা ছিল এমন—

চাচা ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে পোলিং এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা, তোমার চাচি কি ভোট দিয়ে চলে গেছেন?' এজেন্ট তালিকা চেক করে বলল, 'জি চাচা, চাচি ভোট দিয়ে চলে গেছেন।' চাচা মুখ বেজার করে বললেন, 'ইস! একটু আগে এলে দেখাটা হয়ে যেত।' পোলিং এজেন্ট বিস্মিত হয়ে বলল, 'এভাবে বলছেন কেন চাচা? চাচি কি আপনার সঙ্গে থাকেন না? আপনারা কি একসঙ্গে নেই?' চাচা দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'বাবা রে, তোমার চাচি মারা গেছেন আজ নয় বছর হলো। এর পর থেকে প্রতিবার ভোটের সময় এসে ভোটটা দিয়েই চলে যায়। একবারও দেখা হয় না!'

ভোটের এই চিত্র সব সরকারের আমলেই একটু-আধটু ছিলই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ভোটের আগের রাতেই ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার বিরল ঘটনা আরও একটি খুঁজে পাওয়া মুশকিল!

চার.

পৃথিবীতে কিছু মানুষের জন্মই হয়েছে সম্ভবত মার খাওয়ার জন্য। ভিপি নুর মনে হয় সেই কপাল নিয়েই জন্মেছে। কোটা আন্দোলন থেকেই ছিল শুরু। সেই ভাষায় বললে, 'নুর ছেলেটি আছে মার খাওয়া কোটায়।' এতবেশি মার খাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত ঠিক কতবার মার খেলো—সংখ্যাটাও মনে রাখতে পারছে না! তার এক ভিডিও ক্লিপে দেখলাম নয় বার বলছে। দুইদিন পরের আরেকটার দেখি ১০। অবশ্য মাঝের দুইদিনে ৯ থেকে ১০ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন হলো দুটি :

১. সে কেন বার বার মার খায়?

২. কারা তাকে মারে?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। যারা মারছে, দিনের আলোতেই মারছে এবং প্রায় বলে-কয়েই। এমনকি মার খেয়ে নুর যখন হাসপাতালের বেডে পড়ে কাতরাচ্ছিল, তখন আবার দম্ভ করে এভাবেও বলতে শোনা গেছে, 'নুর মরল না কি বাঁচল—ইট ডাজেন্ট ম্যাটার।'

ইট ডাজেন্ট ম্যাটার।

খুব সহজ ও সিম্পল একটি কথা।

ক্লাস সেভেনের একজন স্কুলছাত্রও জানে এটি সিম্পল প্রেজেন্ট টেনস্‌কে রিপ্রেজেন্ট করা একটি কথা। তারা জানে, সিম্পল প্রেজেন্ট যখন থার্ড পারসন সিংগুলার নাম্বার হয় তখন ভার্বের সঙ্গে s বা es যোগ করতে হয়। ঠিক যেমন বাক্যটিতে করা হয়েছে। মূল ভার্ব Do'র সঙ্গে es যোগ করে does করা হয়েছে। ডাজের নেগেটিভ ফর্ম does not, যার সংক্ষিপ্ত রূপ doesn't.

সিম্পল প্রেজেন্ট বা সাধারণ বর্তমানের অন্যান্য ব্যবহারবিধির মধ্যে অন্যতম একটি নিয়ম হলো, কোনো কাজ নিয়মিত করা হলে বা কাজটি প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ হলে অথবা বিশেষ কোনো হ্যাবিট বা অভ্যাস বুঝাতে চাইলে তখন সিম্পল প্রেজেন্ট ইউজ হয়।

নুরকে মাইর দেওয়া হয়েছে। সে যেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তাতে তাকে নিয়মিতই মাইর দিতে হবে। মাইরের ওপরেই রাখতে হবে তাকে—আমি জানি না, ছাত্রলীগ নেতা এই অর্থেই ডাজেন্ট ম্যাটার বলেছিলেন কি না।

পাঁচ.

নুর ছেলেটি আবরার হতে পারত। মার খাওয়ার পর মারাও যেতে পারত সে। মরেনি, এটা তার সৌভাগ্য। ব্যাপারটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা বললেন, 'সে মরল নাকি বাঁচল—ইট ডাজেন্ট ম্যাটার।' এখান থেকে আমরা যে দুটি ম্যাসেজ পেতে পারি :

১. মনুষ্যত্ব কোন পর্যায়ে নেমে গেলে একজন মানুষ মার খেয়ে হসপিটালাইজড হওয়া অবস্থায় তাকে নিয়ে কেউ এভাবে বলতে পারে? সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর পর গত চার দশকে অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে; কিন্তু এমন দাম্ভিক কথা কারও মুখ থেকেই বেরোতে শোনা যায়নি।

২. একটি দেশের ল এন্ড অর্ডার কোন পর্যায়ে থাকলে এভাবে পুলিশের

নাকের ডগায় একজন মানুষকে বার বার রক্তাক্ত করে সেটা নিয়ে আবার মিডিয়ায় দম্ভ করা যায়? পুলিশের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কোন পর্যায়ে নেমে গেলে প্রকাশ্যে মার খাওয়ার পরও ভিকটিমকে বলতে হয়, 'আমি পুলিশের কাছে প্রতিকারের কোনো আশা করি না।'

ছয়.

ছাত্রলীগ নিয়ে বলার কিছু নেই। তারা অনেক আগেই বলাবলির উর্ধ্বে চলে গেছে। কিন্তু এত পাওয়ারফুল একটি ছাত্রসংগঠন পুলিশের প্রটেকশনে সরকারের ছত্রছায়ায় দাপিয়ে বেড়ানো দলটিকে একজন নুরুল হক এভাবে দৌড়ের ওপর রাখতে পেরেছে; ব্যাপারটি বাংলাদেশের মানুষের চোখের সামনে না ঘটলে কেউ বিশ্বাস করত না।

সাত.

একসময় যারা মাইক সামনে পেলে মাইক্রোফোনের তার ছিঁড়ে ফেলতেন, চিৎকার দিয়ে গণতন্ত্রের গোষ্ঠী উদ্ধার করে ফেলতেন, সেই তারা যখন সরকারের হিন্দিতে চুলও ছিঁড়তে পারছেন না, তখন একজন নুরুল হক নুর তাদের গালে রাজনৈতিক থাপ্পড় দিয়ে দেখিয়ে দিলো—চাইলে কথা বলা যায়। এ জন্য কলিজা লাগে। বলে দিলো, তারা যদি কিডনিতে বদলে-যাওয়া তাদের কলিজাগুলো আবারও রিফাইন করে জায়গামতো প্রতিস্থাপন করতে পারেন, তাহলে বেঁচে যাবে ৫৬ হাজার বর্গমাইল।